নারীকণ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের মুখপত্র

ডিসেম্বর ২০০৬

সম্পাদকীয়

বর্তমানে শিশুরা ভবিষ্যৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের ধারক, তাই সমাজ সচেতন মানুষের কাছে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি সচেতন হবার বার্তা অনেকদিন আগেই এসেছে। শিশুদের সুরক্ষা, গঠন ও সুস্থ জীবনের দায়িত্ব বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রের। ইদানীংকালে শিশুদের উপর নির্যাতনের যে ভয়াভয় ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তা সমস্ত সমাজসচেতন মানুষকে খুবই চিন্তিত করেছে। ভয়াভয় যুদ্ধে অসহায় শিশুদের নির্মম মৃত্যু আর বর্তমান শিশুদের প্রতি বিকৃত মানুষের অত্যাচার আমাদের সুস্থ ও সমাজসচেতন মানুষকে একইভাবে চিন্তিত করেছে।

শিশুরা বড় হয় পরিবার, প্রতিবেশী ও পরিবেশের মধ্যে। তাই শিশুদের প্রতি অবিচার, অপরাধ, এদের মাধ্যমেই প্রথমে হয়। শিশুদের প্রতি নির্যাতন তখনই হয় যখন শিশু তার জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এইসব নির্যাতন মূলতঃ দুইভাবে ভাবা যেতে পারে—(১) অসংগঠিত (২) সংগঠিত অসংগঠিতভাবে একটি শিশু তার নিজের পরিবার বা প্রতিবেশী দ্বারা নির্যাতিত হতে পারে যেমন পরিবারের মধ্যে শিশু খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। দরিদ্র শিশুদের প্রায়শই কঠোর পরিশ্রম অথবা অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাতে হয়। পরিবারই বাধ্য করে এই অসহনীয় অবস্থায় তাকে বাস করবার জন্য। কন্যাশিশুরা পরিবারের মধ্যে অসম ব্যবহারের সম্মুখীন হয়। উচ্চবিত্ত পরিবারে মা এবং বাবা নিজেদের অধিক বা অসম্ভব উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করবার জন্য শিশুর উপর শিক্ষা বা খেলাধূলা নিয়ে অসম্ভব চাপ সৃষ্টি করে যা শিশুটির মৃত্যুর কারণ হয়। বয়ঃসন্ধিকালে শিশুদের উপর নানা শর্ত ও বিধিনিষেধ শিশুটির কাছে নির্যাতনের পর্যায়ে চলে যায়, কারণ এই সময় শর্তবিহীন স্নেহ ভালবাসা শিশুদের সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

শিশু নির্যাতনের আরেকটি দিক হ'লো সংগঠিত। এই সংগঠিত নির্যাতন শিশুদের এক বিরাট বিপর্যয়ের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। শিশুকে পণ্য হিসাবে দরিদ্র মা ও বাবার কাছ থেকে কিনে নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি, যৌন ব্যবসায়, দেশে ও বিদেশে ক্রীড়া বিনোদনের জন্য পাচার করা হচ্ছে, যে সব শিশু যৌন শোষণের শিকার হচ্ছে তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে অসুস্থ মানুষ হিসাবে সমাজের অংশ হচ্ছে অর্থাৎ এই সমাজে তাঁদের কোনোরকম সক্রিয় ভূমিকাই থাকছে না।

শিশুবিবাহ শিশুদের উপর আরেকটি নির্যাতন। কোনো কোনো স্থানে সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় বিধান অথবা সামাজিক সুরক্ষার কথা চিন্তা করে শিশুবিবাহের প্রচলন। শিশুকন্যার বিবাহ একটি যৌনশোষণের মত নির্যাতন। বিবাহের মাধ্যমে শিশুকন্যারা পন্য হিসাবে দেশে বিদেশে পাচারের শিকার হচ্ছে এবং ভয়াবহ যৌন ব্যবসায় অংশ গ্রহণ করছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রতিবেশী রাজ্য থেকে এই রাজ্যে শিশু পাচার হয়ে অন্যান্য দেশে চলে যাচ্ছে। এই চিত্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

শিশুদের অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০শে নভেম্বর ১৯৮৯-এ আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়। সেই অধিকারগুলো হ'লো—

(১) শিশুর নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা।

(২) শিশু ও তার পরিবারের অধিকার। -

(৩) শিশু স্বাস্থ্য ও কল্যাণ, শিক্ষা, অবকাশ যাপন এবং সাংস্কৃতিক কাজের অধিকার, শিশু সুরক্ষার অধিকার।

এইসব অধিকার রক্ষায় গঠিত হয়—

(১) শিশু শ্রম আইন (The Child Labour Prohibition and Regulation Act)

(২) শিশুবিবাহ আইন (Child Marriage Restrain Act. 1929)

(৩) শিশু সুরক্ষা আইন (The Juvenile Justice Care and Protection or Children) Act. 2000

রাষ্ট্র, সমাজ ও আইনরক্ষকদের সাহায্যে শিশু নির্যাতন বন্ধ করে শিশুদের রক্ষা করাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

যশোধরা বাগচী *সভানেত্রী*
১৬৭, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৬৮
দূরভাষ : ২৪৭৩-২৭৯৬

রমা দাস *সহ সভানেত্রী*
৯/২এ, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯, দূরভাষ : ২২৪১-৩১১৭

ভারতী মুৎসুদ্দি *সদস্য*
৪৮/১০, সুইস পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৩৩
দূরভাষ : ২৪২৪-৫০৫৪

ভগবতী মণ্ডল *সদস্য*
গ্রাম : নং ৬, চরাবিদ্যা
পোঃ অঃ : চরাবিদ্যা, থানা : বাসন্তী
জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সর্বাণী ভট্টাচার্য *সদস্য*
৫০/১, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩১, দূরভাষ : ২৪১৫-৫১১০

শ্যামশ্রী দাস *সদস্য*
গ্রাম ও পোঃ অঃ : সুবর্ণপুর
জেলা : নদিয়া-৭৪১ ২৪৯
দূরভাষ : ৯৫৩৪৭৩-২৩৩৫২৮

গৈরিকা ঘোষ *সদস্য*
৭, মধুসূদন বিশ্বাস লেন, হাওড়া-১
দূরভাষ : ২৬৫০-১১৩৮

দেবযানী সেনগুপ্ত (দেব) *সদস্য*
মানিকতলা গভঃ হাউসিং এস্টেট,
ব্লক-ই, ফ্ল্যাট নং-৮, কলকাতা-৭০০ ০৫৪
দূরভাষ : ২৩৫৫-৪৩০৯/৬৬০০

শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু *সদস্য*
গ্রাম : খিরিট্টা
পোঃ অঃ : পোরাই-চাঁচরা, থানা : তপন
জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর

শ্রীমতী উমা বসু *সদস্য*
২৬সি, ড. বীরেশ গুহ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরভাষ : ২২৯০৪৮-৩৬

শৈলজানন্দ হালদার *সদস্য সচিব*

[মহিলা কমিশনের প্রাক্-আইনি পরামর্শদান সেল সোমবার থেকে শনিবার ১১টা—৫টা খোলা থাকে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো মহিলা লিখিত আকারে অভিযোগ ও অন্যান্য প্রমাণাদি সহ যোগাযোগ করতে পারেন।]

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন
১০, রেইনি পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন : ২৪৮৬-৫৩২৪/৫৬০৯
ফ্যাক্স : ২৪৮৬-৫৬০৯
ই-মেল : wbcw@vsnl.net.
ওয়েবসাইট : www.wbcw.org

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের কাজকর্ম (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬)

দার্জিলিং জেলা পরিদর্শন

রাজ্য মহিলা কমিশনের সভানেত্রী অধ্যাপিকা যশোধরা বাগচী, সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাস, সদস্যা অধ্যাপিকা গৈরিকা ঘোষ, শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস, অধ্যাপিকা দেবযানী সেনগুপ্ত (দেব), শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল, শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু এবং অধ্যাপিকা উমা বসু গত ৩০শে নভেম্বর '০৬ উত্তরবঙ্গ পরিদর্শনের সূচীতে দার্জিলিং জেলা পরিদর্শন করেন। এই জেলার সংশোধনাগার পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ দেন। জেলাপরিষদ ভবনে উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক ও বেসরকারী সমাজসেবী সংস্থার কর্মীরা এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন। সভাধিপতি, অতিরিক্ত জেলাশাসক, সমাজকল্যান দপ্তরের আধিকারিকগণ, অতিরিক্ত মুখ্য আধিকারিক, (ACMOW) দপ্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে তাদের বক্তব্য রিপোর্ট হিসাবে পেশ করেন। সভানেত্রী, অন্যান্য সদস্যরা এই বক্তব্যের উপর আলোচনা করেন। আলোচনার বিষয়বস্তু হল—

❑ এই জেলার নারীর অধিকার রক্ষা কমিটির কার্য্যকলাপ খুব শীঘ্রই শুরু হবে।

❑ পণ-বিরোধ। আধিকারিক বা উপ-আধিকারিক কেহই পণ গ্রহণ সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ পাননি।

❑ জেলাভিত্তিক PC & PNDT উপদেষ্টা কমিটি—৬ই জুলাই '০৬ সভা করে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনের প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন USG-সেন্টারে form F পাঠায় এবং সেই ফর্মের রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই বিষয়ে পরীক্ষক ও নির্ধারক কমিটি গঠন হয়েছে।

এই জেলায় USG Unit-এর সংখ্যা 31। PC & PNDT আইনের প্রচারের জন্য বিভিন্ন ভিডিও পার্লার এবং কেবল্ টিভি-র সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

এই জেলাতে পাচারের সমস্যা রয়েছে। এই জেলাতে বহুবিবাহ প্রথা থাকার জন্য প্রথম বিবাহিত মহিলা অনেক সময়ই অত্যাচারিত হয় এবং বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়। এই সমস্ত বেশীরভাগ ঘটনা নানা সামাজিক চাপের জন্য হয় না। মহিলাদের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা থানাতে নথিভুক্ত হলে পুলিশ যথাসম্ভব দ্রুত ব্যবস্থা নেয়।

পুলিশের একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়। সেখানে দেখা যায় সমস্ত ক্ষেত্রেই চার্জশিট দেওয়া হয়নি। কিন্তু অনুসন্ধান রিপোর্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনো আসেনি।

❑ জন্ম-মৃত্যু সংক্রান্ত পরিসংখ্যান রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৩৫টি মিউনিসিপ্যালিতে, ৫টি ক্যান্টনমেন্টে ২টি ও ব্লকে ১০টি আছে।

G. P. report অনেকসময় নেয় সেইজন্য রেজিস্ট্রার সময়মত মাসিক রিপোর্ট দিতে পারেন না।

সরকারি গ্রামীণ চিকিৎসা দপ্তরগুলির এইসব রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বিনামূল্যে ২১ দিনের মধ্যে দেবার কথা কিন্তু এখনও এই কাজটি শুরু হয়নি।

❑ Child Welfare Committe (শিশু কল্যান কমিটি) গঠন করার কথা হয়েছে।

❑ এই জেলায় একটিমাত্র সংস্থা দত্তক দেবার কাজ করে।

এই ক্ষেত্রে কিছু অনিয়ম দেখা গিয়েছে—

❑ "জাগো নারী গ্রাম জাগাও" Programme-টি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হবার কথা ছিল।

❑ আইনি সচেতনতা শিবির ও আইনি সচেতন পরিসেবা এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সাহায্য করছে।

—ডঃ উমা বসু

জলপাইগুড়ি জেলা পরিদর্শন

১/১২/২০০৬-এ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন সভানেত্রী, সহ-সভানেত্রী ও সদস্যা সহ জলপাইগুড়ি জেলা পরিদর্শনে যায়, 'আলিপুর দুয়ার মিউনিসিপ্যালিটি হলে' আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকেন D.M., Add S.P. আলিপুর দুয়ার CMOH, DSWO এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ও পুলিশ প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ। মহিলা গণসংগঠন ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, I.C.D.S. কর্মী, স্কুল ও কলেজের শিক্ষক প্রতিনিধি, জেলা প্রধান Child Welfare Commitee-র প্রতিনিধি প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনায় জেলার পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনায় মহিলাদের দুর্গতির কথা বার বার উঠে আসে।

এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয় বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, P.N.D.T. Act., জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ নথীভুক্তিকরণ। এই ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিবাহ নথীভুক্তি খুব কম হয় জন্ম নথীভুক্তির হার বেশী হলেও মৃত্যু নথীভুক্তির হার কম। P.N.D.T. Act. আলোচনা সম্বন্ধে বলা হয় বিনা অনুমতির কোন U.S.G. মেসিন জলপাইগুড়িতে নাই, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, মেসিন রক্ষার নিয়ম-কানুন পর্যবেক্ষণ হয়, এবং উচ্চ-মধ্যবিত্ত ছাড়া, U.S.G. মেসিনের ব্যবস্থার নাই। বাল্যবিবাহের প্রভাব যথেষ্ট বিত্তমান। আলোচনায় "জাগো নারী গ্রাম জাগাও" এই প্রকল্পের শিক্ষা শিবির শীঘ্রই ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই আলোচনা সভায় কোন বিচার বিভাগীয় প্রতিনিধি পাওয়া যায়নি।

—ডঃ রমা দাস

কুচবিহার জেলা পরিদর্শন

গত ২/১১/০৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের তরফ থেকে কুচবিহার জেলা-পরিদর্শন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কুচবিহারের ডি. এম ; এ. ডি. এম ; এ. এস. পি ; ডি. এস. ডব্লিউ. ও ; সি. এম. ও. এইচ ; স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি বিভিন্ন মহিলা সমিতির প্রতিনিধি, স্কুল-শিক্ষিকা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কমিশনের মাননীয়া সভানেত্রী অধ্যাপিকা যশোধরা বাগচী প্রথমে এই জেলার টাস্ক ফোর্স সদস্যা (১) অধ্যাপিকা গৈরিকা ঘোষ (২) শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ডি. এম-এর আনুষ্ঠানিক স্বাগত ভাষণের পর নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সভার কাজ শুরু হয়। ডি. এস. ডব্লিউ. ও জানান, তিনি পণবিরোধ কমিটির অফিসার, কিন্তু পণ-বিষয়ক কোন অভিযোগ তাঁর কাছে জমা পড়েনি। তিনি পণপ্রথা, নারীনির্যাতন এই সামাজিক ব্যাধিগুলি থেকে সমাজের মুক্তি যে একান্ত প্রয়োজন এ অভিমত প্রকাশ করেন।

সি. এম. ও. এইচ বলেন কন্যাভ্রুণ বিনষ্ট, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ইত্যাদি পরস্পর জড়িত সমস্যা। তিনি এই জেলার নারী-স্বাধীনতা বিষয়ে রিপোর্টও পেশ করেন। বিভিন্ন পদাধিকারী অফিসারদের কথা থেকে এটাই জানা যায় যে এখানে কন্যার জন্মের হার কম, নারীরা অপুষ্টিতে ভোগেন। এছাড়া কমিশনসদস্যা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, শিক্ষিকাদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের পাচার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জানান যে পাচার বিষয়ে কাজ করতে গেলে অনেক সময় বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়।—হুমকী শুনতে হয়।

জন্ম, মৃত্যু সার্টিফিকেট এবং ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট-এর যথাযথ বিলিব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। এখানে শিশু উন্নয়ন কমিটি আছে জানা গেল।

সভানেত্রী অধ্যাপিকা বাগচী পণ, বাল্যবিবাহ, ভ্রূণ-বিনষ্টি, জন্ম, মৃত্যু বিবাহ সার্টিফিকেট, পাচার, শিশু উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলি পর পর উত্থাপিত করে প্রশাসন-এর বিভিন্ন বিভাগ, শ্রোতামণ্ডলী এবং কমিশন সদস্যদের পারস্পরিক প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। তাঁর সুষ্ঠু পরিচালনায় এই জেলার বহু তথ্য সামনে আসে।

তিনি সভার সামনে এই আহ্বান রাখেন যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সকলকে সচেষ্ট হ'তে হবে।

তিনি বিশেষ করে জোর দিয়ে বলেন যে বিবাহের সময়ে উপহার তালিকা জমা দেওয়ার যে আইন আছে তা পালিত হয় না। এটাকে একটা সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

—গৈরিকা ঘোষ

শিলিগুড়ি সংশোধনাগার পরিদর্শন

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংশোধনাগারের মহিলা বিভাগ পরিদর্শন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়নসূচক সুপারিশ এবং দাবী পেশ করা। শিলিগুড়ি সংশোধনাগার পরিদর্শন সেই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

গত ৩০শে নভেম্বর '০৬ তারিখে কমিশনের মাননীয়া সভানেত্রী অধ্যাপিকা যশোধরা বাগচী, মাননীয়া সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাস, মাননীয়া সদস্যা—অধ্যাপিকা উমা বসু, শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস, শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল, শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু এবং অধ্যাপিকা গৈরিকা ঘোষ শিলিগুড়ি সংশোধনাগার পরিদর্শন করেন।

সংশোধনাগারের মাননীয় আধিকারিক শ্রী সুদীপ্ত চক্রবর্তী আমাদের সংশোধনাগার ঘুরিয়ে দেখান। সেদিন ১৩ জন মহিলা আবাসিক ছিলেন সংশোধনাগারে। আবাসিকদের সঙ্গে কথা বলা হয়।

সংশোধনাগরটি পরিচ্ছন্ন, শৃঙ্খলাপূর্ণ। মানসিক অসুস্থ আবাসিককে আর একজন আবাসিক স্নেহভরে দেখাশোনা করেন।

কমিশনের পক্ষ থেকে সুপারিশ রাখা হয়েছে—শীতকালের পক্ষে কম্বল অত্যন্ত পাতলা তাই আর একটু মোটা কম্বল দিতে পারলে ভালো। আর শোবার হলটির পেছনের জানালাগুলি শীতের সময় বন্ধ থাকা ভালো। এছাড়া বিভিন্ন কেসগুলির যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটে তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলা হয়।

—গৈরিকা ঘোষ

কুচবিহার সংশোধনাগার পরিদর্শন

সভানেত্রী ও সহ-সভানেত্রী সহ অন্যান্য সদস্যাগণ কুচবিহার সংশোধনাগার পরিদর্শনে যান ২-১২-২০০৬-এ। সেখানে ডি. এস, ডি. এস্. ডব্লু ও জেল সুপার উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমানে সংশোধনাগারের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, মহিলাদের কর্মশিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা হয়েছে। লেখাপড়ার ব্যবস্থা আছে, শিশুশিক্ষার ব্যবস্থাও আছে যাতে মায়ের সাথে যে শিশুরা থাকে তারাও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়। সঙ্গীত ও নানারকম আনন্দ দানের শিক্ষা দেওয়া হয়। T.V-র ব্যবস্থা আছে এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন প্রায়সমাপ্ত খাওয়ার ও রান্নার স্থান মডেল সংশোধনাগারের দাবী রাখে। আবাসিকদের জন্য পর্যাপ্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে কিন্তু স্নানের জায়গাটি পর্যাপ্ত বা আইনানুগ নয়।

সংশোধনাগারে একটি সুন্দর জলাশয় আছে সেখানে মৎস্য চাষের সুপারিশ করা হয় মহিলা কমিশন ও ডি. এস.-এর তরফে। এছাড়াও বাগান করার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়।

আইনজীবীর ব্যবস্থা করা হয় বিনা খরচে আইনী পরিসেবা থেকে, তবে আদালতের দীর্ঘ সূত্রিতা সম্বন্ধে আবাসিক ও প্রশাসনের অভিযোগ আছে।

—ডঃ রমা দাস

শহীদ বন্দনা স্মৃতি আবাসন পরিদর্শনের রিপোর্ট ঃ কোচবিহার

২রা ডিসেম্বর কমিশনের একটি প্রতিনিধিদল শহীদ বন্দনা স্মৃতি আবাসন পর্যবেক্ষণে যায়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সহ-সভানেত্রী রমা দাস, সদস্যা লক্ষ্মী মুর্মু, উমা বসু এবং শ্যামশ্রী দাস।

আবাসনে মোট ৮৬ জন আবাসিকের সঙ্গে একটি ১½ মাসের বাচ্চা আছে। মেখলিগঞ্জে বি. এস. এফের গুলি চালানোর ফলে পিতৃ-মাতৃহীন মুন্না ও জেসমিনকে জেলাশাসক হোমে পাঠিয়েছেন।

কমিশন সদস্যাদের সঙ্গে ডি. এস. ডব্লিউ (কোচবিহার) আবাসনের খাবার ঘরে গিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেন। বাচ্চারা তখন স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। খাবারের পরিমাণ ও পরিচ্ছন্নতা ভালই বলে মনে হয়েছে। আবাসনের পরিচ্ছন্নতাও চোখে পরার মত।

আবাসনের সুপার কল্পনা সাহা মেয়েদের থাকবার ঘরগুলি দেখাতে নিয়ে যান। প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীর মেয়েরা একটি ঘরে থাকে এবং নবম শ্রেণী, দশম শ্রেণী, একাদশ শ্রেণী ও দ্বাদশ শ্রেণীর মেয়েরা একসঙ্গে থাকে। এছাড়া ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর বাচ্চারা একটি ঘরে থাকে।

নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর থাকবার ঘরে বুকসেল্ফে সুন্দরভাবে বই সাজানো, এছাড়া সহায়ক পুস্তকের যথেষ্ট উপস্থিতি বাচ্চাদের নিশ্চয় পড়াশুনার সহায়ক হয়ে থাকে।

এখানে বৎসরে নানা উৎসব, রবীন্দ্রজয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় এবং গান শেখানোর ব্যবস্থা আছে।

বাচ্চাদের একটি বড়দের দল ও একটি ছোটদের দল গান শোনায় ও একটি ছোটদের গ্রুপ নাচ দেখায়।

সদস্যা ঃ (১) মেখলিগঞ্জের পিতৃ-মাতৃহারা বাচ্চাদুটির মধ্যে ছোটটি মৃগি রোগগ্রস্থ, কথা বলতে পারে না এবং প্রস্রাব পায়খানাও যত্র-তত্র করে ফেলে। ফলে বড় বোন জেসমিনের পড়াশুনা বন্ধ। উপযুক্ত স্থানে মুন্নার চিকিৎসা ও থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) দেখাশুনার লোকের অভাব। ফলে বাচ্চাদের দেখাশুনার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিচ্ছে।

(৩) আবাসনের একটি গাড়ী ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। সেটার কোন বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে বাচ্চারা স্কুলে যাওয়া ও আসার সময় স্বাক্ষর করে, যে যার মত ইস্কুলে যায় ও আসে।

(৪) আসন পরিচালনার কাজে প্রয়োজনানুসারে কর্মীর অভাব আছে।

(৫) বাচ্চাদের খেলাধুলার জায়গার অভাব।

এছাড়া কমিশন সদস্যাদের যা বেশ উৎসাহের কারণ হয়—

৩ জন মাধ্যমিক ও ২ জন উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলে তাদের শিক্ষার আগ্রহের কথা জানা যায়।

—শ্যামশ্রী দাস

কোচবিহার জেলার বানেশ্বর হোম পরিদর্শন

০২.১২.০৬ তারিখ শনিবার মহিলা কমিশনের সভানেত্রী ডঃ যশোধরা বাগচী সদস্যা ডঃ গৈরিকা ঘোষ ও ভগবতী মণ্ডল সদস্যা কোচবিহার জেলার বানেশ্বরের "নিউ ভারতী ক্লাব" হোম পরিদর্শনে যান। ইতিপূর্বে ঐ হোমটিতে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে সমস্ত আসবাবপত্রাদি পুড়ে যায় এবং অনেক ক্ষতি হয়। বর্তমানে কিছুটা অংশ রিপেয়ারিং করা হয়েছে, এখনও কাজ চলছে। এখানে ৩২ টি আসন সংখ্যা রয়েছে আবাসিকদের সংখ্যা তার অতিরিক্ত হলে শহীদ বন্দনাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের সামনে হোমের আবাসিকরা একক ও যৌথভাবে গান শোনালো। এই আবাসিকদের লেখাপড়া, হাতের কাজ শেখানো হয়। বিভিন্ন মেলাতে এদের তৈরী করা

কাজ বিক্রি করা হয়। সুপারিনটেন্ডেন্ট ও প্রেসিডেন্ট বলেন আবাসিকদের বাইরে নিয়ে গিয়ে দুর্গাপূজা দেখানো হয়। এই হোমের মধ্যে আবাসিকদের জন্মদিন, সরস্বতী পূজা ও অন্যান্য সরকারী ছুটিতে বিভিন্নরকম খাবার তৈরী করে নিজেদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়। এখানে যে সব আবাসিকরা থাকেন, সুপারিনটেন্ডেন্ট বলেন বাড়ীতে কেউ যেতে চায় না তবে ওরা কিছু কিছু ঠিকানা পেয়ে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, আরও বলেন তিন বছরের বেশী রাখার Provision নেই। যারা যেতে চায় না সেক্ষেত্রে তারা কি করবে প্রশ্ন রাখলে,

কমিশনের সুপারিশ—

"নিউ ভারতী ক্লাব" হোমে আবাসিকদের আসন সংখ্যা বাড়ানো দরকার।

—ভগবতী মণ্ডল

ইকো ট্যুরিজমের একটি অনুষ্ঠানে মহিলা কমিশন

গত ৩রা ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের তরফ থেকে পানিয়ালগুড়ি ও জয়ন্তী পাহাড়ে ইকো ট্যুরিজমের (Eco Tourism) একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে কমিশনের সভানেত্রী ডঃ যশোধরা বাগচীর নেতৃত্বে ৬ জনের এক প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিলেন। ঐ দলে ছিলেন কমিশনের সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাস, সদস্যা ভগবতী মণ্ডল, লক্ষ্মী মুর্মু, ডঃ গৈরিকা ঘোষ, ডঃ উমা বসু ও সর্বানী ভট্টাচার্য। এছাড়া এলাকার বিধায়ক শ্রী নির্মল দাস এবং কমিশনের প্রাক্তন সদস্যা মার্থা কুজুর এবং পঞ্চায়েত ও জেলাপরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমে পানিয়ালগুড়িতে অত্যন্ত সুন্দর এক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে প্রথমে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। তারপর সভানেত্রী ডঃ যশোধরা বাগচী সভার শুরুতে কি উদ্দেশ্যে মহিলা কমিশন এধরনের সভা করতে উদ্যোগী হয়েছেন তা জানিয়ে বলেন প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরন্ত কিন্তু তাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে নারীকল্যাণ করার কাজে কমিশন ভূমিকা গ্রহণ করতে আগ্রহী—সে ব্যাপারে আজকের সভায় উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকারের কাছে সুপারিশ করা হবে। এরপর আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রের বিধায়ক শ্রী নির্মল দাস তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কতগুলি সুপারিশ কমিশনের সামনে রাখেন।

(১) পর্যটন দপ্তরের সহায়তায় এই পানিয়ালগুড়ি অঞ্চলে রাত্রিবাসের দিকে নজর দেওয়া হোক।

(২) জয়ন্তীর ডলমাইট অত্যন্ত ভাল। ভুটান তাকে নষ্ট করছে। এর ফলে অসম্ভব দূষণ হচ্ছে। এই দূষণ বন্ধ করে সেখানে ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠুক।

(৩) এই অঞ্চলে স্বনির্ভর গোষ্ঠী বহু গঠন হয়েছে কিন্তু তার বিপণনের ব্যবস্থা না থাকায় আনেকক্ষেত্রে গোষ্ঠী ভেঙ্গে যাচ্ছে সে বিষয়ে তিনি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

(৪) আলিপুরদুয়ারে মহিলা কলেজ নেই। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে মহিলা কলেজ তৈরীর দিকে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া

(৫) উত্তরবঙ্গে পৌনে দু-কোটি মানুষের জন্য আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয় দরকার। যাতে কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি উপকৃত হবে।

(৬) আলিপুরদুয়ার মহকুমা হাসপাতালকে জেলার হাসপাতালের রূপ দেওয়া হোক।

(৭) স্বনির্ভর দলের দ্বারা মাছের চাষ ও হাঁস চাষের সুযোগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী।

(৮) সেচের ব্যবস্থা আরো উন্নত ও আরো কৃষিকাজ মানুষের পাওয়া দরকার।

(৯) চা বাগিচা প্রচুর সংকটে। দুর্বল চা-বাগান রাজ্য গ্রহণ করুন ও চা-বাগানের লিজ বাতিল হোক।

এই প্রস্তাবগুলিকে সমর্থন করে জেলা ও পঞ্চায়েতের সদস্যবৃন্দ কমিশনের প্রাক্তন সদস্যা মার্থা কুজুর বক্তব্য রাখেন। এরপর জয়ন্তী পাহাড়ের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েদের সঙ্গে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কমিশনের সদস্যারা মিলিত হন।

—সর্বানী ভট্টাচায

কোচবিহার সরকারী দৃষ্টিহীন বিদ্যালয় পরিদর্শন

তারিখ—০২/২২/২০০৬, কোচবিহার, মেঘমন্দির, নীলকুঠি।

২রা ডিসেম্বর, ২০০৬ কমিশনের প্রতিনিধিদল এবং কোচবিহার জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক সরকারী দৃষ্টিহীন বিদ্যালয় পরিদর্শনে যায়।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমিশনের সহ-সভানেত্রী শ্রীমতি রমা দাস, সদস্যা লক্ষ্মী মুর্মু, উমা বসু এবং শ্যামশ্রী দাস। প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক জানান এই প্রতিষ্ঠান শুরু হয় ১৯৬৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে। ছাত্রাবাসের উদ্বোধন হয় ১৯৮৬ সালের ৫ই জুলাই।

এখানে ১০০ জন দৃষ্টিহীন ছাত্র থাকতে পারে। কিন্তু বর্তমানে আছে ৪৭ জন। কখনই ৫০-এর বেশি ছাত্র এখন ইস্কুলটিতে আসছে না।

তিনি জানান এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একমাত্র দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের প্রার্থনা শুরু হলে কমিশন সদস্যারা সেখানে উপস্থিত হয়। খুবই শান্ত এবং সুশৃঙ্খল বিদ্যালয়ের পরিবেশ। প্রার্থনার পর আবাসিকদের দৈনিক কিছু পত্রিকা পড়ে শোনানোর ব্যবস্থা আছে।

এখন বিদ্যালয়ে ব্রেইল প্রিন্টার সহ কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র তৈরী ও অন্যান্য সরঞ্জাম (লিখিত) করার সুবিধা হয়েছে। না হলে বাজারের প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ছাত্রদের পরীক্ষা দিতে হত। যা পঠন-পাঠনের সঙ্গে সবসময় সামঞ্জস্য থাকতে নাও পারে। একটি ব্রেইল লাইব্রেরীও আছে। এই বিদ্যালয় থেকে অনেক কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে উচ্চ শিক্ষায় পঠন-পাঠনরত।

গত শিক্ষাবর্ষে ৪ জন ছাত্র মাধ্যমিক দিয়েছিল। এদের মধ্যে তিনজন স্টার নম্বর পেয়েছে। ৭২১ নম্বর পেয়ে এই বিদ্যালয়ে ছাত্র বিশ্বজিৎ বর্মন পশ্চিমবঙ্গে দৃষ্টিহীনদের মধ্যে প্রথম হয়েছে।

—শ্যামশ্রী দাস

বহরমপুরে পারিবারিক আদালতের স্থান পরিদর্শন

৩রা আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সভানেত্রী অধ্যাপিকা যশোধরা বাগচী, সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাস, সদস্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু এবং অধ্যাপিকা উমা বসু বহরমপুরে পারিবারিক আদালতের স্থান পরিদর্শনে যান। আনন্দের বিষয় যে আইন মন্ত্রী মাননীয় শ্রী রবিলাল মৈত্র মহাশয় এই পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন। আদালত কক্ষ এবং বিচারকের কক্ষ প্রায় সম্পূর্ণ। কিন্তু একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক আদালতের জন্য আরও কিছু স্থানের দরকার। এই স্থানে নির্মান হবে তিনটি কাউন্সেলিং কক্ষ, বাদী ও বিবাদীদের অপেক্ষার জায়গা এবং দুইটি টয়লেট। এই আদালতটি করবার পরিকল্পনা হয়েছে জেলা আদালতের একটি বাড়ির দ্বিতলে। আদালত কক্ষটির পাশেই একটি উন্মুক্ত স্থান আছে যেখানে পারিবারিক আদালতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা সম্ভব। মাননীয় আইনমন্ত্রীর নিকট এই প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবং তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নেবার আশ্বাস দিয়েছেন।

—ডঃ উমা বসু

উত্তরবঙ্গ পারিবারিক আদালতের স্থান পরিদর্শন

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের চারজনের এক প্রতিনিধি দল (ডঃ রমা দাস, সহ-সভানেত্রী, সদস্যা ডঃ গৈরিকা ঘোষ, শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস, ডঃ উমা বসু) গত ১৫ই জুন, ২০০৬ শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গে প্রস্তাবিত পারিবারিক আদালতের স্থান পরিদর্শন করেছেন। শিলিগুড়ি জেলা আদালতের নিকট একটি বহুতল বাড়ির একতলাতে একটি কক্ষে

পারিবারিক আদালতটি স্থাপন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই কক্ষটির আয়তন ৮০০ বর্গফুট এবং এখনও এটি অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ পারিবারিক আদালতের জন্য প্রয়োজন একটি আদালত কক্ষ, একটি বিচারকের বসার কক্ষ, চারটি কাউন্সেলিং কক্ষ, একটি রেকর্ড রাখার কক্ষ এবং বাদী ও বিবাদীদের অপেক্ষা করার কক্ষ। সেই কারণে এই নির্দেশিত ৮০০ বর্গফুট কক্ষে এই সকল ব্যবস্থা করা একেবারেই সম্ভব নয়। এই সকল কক্ষের নির্মাণ করার জন্য কমপক্ষে ২৫০০ বর্গফুট মাপের কক্ষের প্রয়োজন। নির্দেশিত কক্ষটি প্রবেশ স্থলটিও সঙ্কীর্ণ এবং পুরুষ ও মহিলাদের প্রসাধানাগার (Toilet)-এর ব্যবস্থাও যথেষ্ট নয়। এই স্থানটি যদিও জেলা আদালতের খুবই কাছে কিন্তু ঐ বাড়ির দোতলা বা তিনতলাতে রেস্তোরা এবং কম্পিউটারের ক্লাস হয়। বাড়ির পরিবেশ আদালতের মত হবে কি? এই স্থানটি যে বাড়িতে নির্দেশিত সেই বাড়ির সংলগ্ন একটি উন্মুক্ত স্থান আছে। সেই স্থানটি ব্যবহার করা সম্ভব হলে এখানে আদালতটি তৈরী করা যেতে পারে। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক আদালতের জন্য প্রয়োজনীয় ২৫০০ বর্গফুট মাপের floor area-র একান্ত প্রয়োজন।

—ডঃ উমা বসু

"জাগো নারী গ্রাম জাগাও" জেলাভিত্তিক কর্মশালা

বর্ধমান জেলা ঃ রিপোর্ট

"জাগো নারী গ্রাম জাগাও" প্রকল্পের একটি অনুষ্ঠানে ৮.১২.০৬ তারিখ শুক্রবার বর্ধমান জেলায় উপস্থিত হন রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্যা শ্যামশ্রী দাস ও ভগবতী মণ্ডল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমাজ কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক মহাশয়ের ব্যবস্থাপনায় সেদিন ছিল ঐ জেলার জেলাপরিষদের একটি সাধারণ সভা। ঐ সাধারণ সভার কাজ শেষ হওয়ার পর "জাগো নারী গ্রাম জাগাও"-র আলোচনা সভা কীভাবে অনুষ্ঠিত করা যাবে তার উপর আলোচনা হল। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান, সভাপতি, সভাধিপতি, জেলাশাসক, জেলা লিগাল অথরিটি, রাজ্য বিধানসভার সচিব, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীগণ, স্বাস্থ্যকর্মী, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (N.G.O.) আরও অনেকে। জাগো নারী গ্রাম জাগাও'র উপর প্রাক্-প্রাথমিক আলোচনা হয় এবং বলা হয় পরে একদিনের কর্মশালার ব্যবস্থা হবে। আলোচনাতে সভাধিপতি বলেন ব্লক তথা পঞ্চায়েত স্তরে কর্মশালার ব্যবস্থা করা হবে জেলা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। আলোচনা খুব ভালো হয়েছিল।

—ভগবতী মণ্ডল
সদস্যা, রাজ্য মহিলা কমিশন

উত্তর দিনরাজপুর ঃ রিপোর্ট

তারিখ—২৪/১২/০৬, সময়—সকাল ১১টা, স্থান—মাল্টিপারপার মিটিং হল, কর্শঝোড়া, রায়গঞ্জ

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কমিশন সদস্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু এবং শ্যামশ্রী দাস বক্তব্য রাখেন। জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করে কর্মশালার সাফল্য কামনা করেন। এরপর জেলা সভাধিপতি বক্তব্য রাখেন।

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন—জেলা সভাধিপতি, জেলাশাসক, জেলার বিচারপতি, জেলা পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত জেলাশাসক (সমাজকল্যান), সি. এম. ও. এইচ্, বি. ডি. ও.-কালিয়াগঞ্জ, বি. ডাব্লিউ. ও-কালিয়াগঞ্জ, সি. ডি. পি. ও-কালিয়াগঞ্জ, সি. ডি. পি. ও-ইসলামপুর, বি. ডাব্লিউ. ও.-ইটাহার, বি. ডাব্লিউ. ও-রায়গঞ্জ, বি. ডি. ও-ইটাহার, ডি. এস. পি., ডি. আই. বি., গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি, অগ্রগামী মহিলা সমিতি। নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘ, উত্তরবঙ্গের প্রগতি, মহিলা কংগ্রেস, স্বর্ণজয়ন্তী দল, বিবেকানন্দ ভলান্টারী হেল্‌থ ওয়েলফেয়ার এডুকেশন, শ্রীপুর মহিলা-ও-মাদি উন্নয়ন সমিতি, জেলাপরিষদের কয়েকজন সদস্য এবং জেলা পরিষদের নারী ও শিশু কল্যাণ স্থায়ী সমিতির স্থায়ী কর্মাধ্যক্ষ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কর্মশালা "জাগো নারী গ্রাম জাগাও" শিক্ষা সহায়িকার আলোচ্যসূচী অনুসারে পরিচালিত হয়।

নদীয়া জেলা ঃ রিপোর্ট

তারিখ—২৭/১২/০৬, সময়—সকাল ১০-৩০ টা, স্থান—নদীয়া জেলা পিরযদ সভাকক্ষ

সকাল ১০-৩০ মিনিট থেকে রেজিস্ট্রেশানের কাজ শুরু হয়। এরপর সকাল ১১ টায় কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানে নদীয়া জেলাশাসক শ্রী ওঙ্কার সিংহ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতি রমা বিশ্বাস এবং কমিশনের সদস্যা শ্রীমতি শ্যামশ্রী দাস বক্তব্য রাখেন। সভার কাজ পরিচালনা করেন ডি. পি. ও. শ্রী নিতাই বাগ। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন আই. সি. ডি. এস. সুপার ভাইজার, আই. সি. ডি. এস. কর্মী ও সি. ডি. পি. ও। জেলার বেশ কয়েকজন বি. ডি. ও., অতিরিক্ত জেলাশাসক (সমাজ কল্যান), স্বনিযুক্তি দলের মেয়েরা এবং কয়েকজন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।

কর্মশালার আলোচ্য বিষয় দুটি ভাগে ভাগ করে পরিচালনা করা হয়েছিল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের আগের বিষয়গুলি—(১) অপরাধ ও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো এবং মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জেলার ডি. এস. পি. হেডকোয়াটার শ্রী প্রফুল্লকুমার সাহা।

(২) পারিবারিক নির্যাতনের হাত থেকে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য আইন-২০০৫, সম্পত্তির অধিকার, ভরণ-পোষণের অধিকার ও বিনামূল্যে আইনের সাহায্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা জজ শ্রী প্রসূন ভট্টাচার্য, সরকারী উকিল শ্রী দিলীপ সাহা এবং পারিবারিক সহায়তা কেন্দ্রের সহায়িকা শ্রীমতী রীনা মুখার্জী।

(৩) কাজের জায়গায় যৌন উৎপীড়নের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য সহ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে বক্তব্য রাখেন শ্রীমা মহিলা সমিতির পক্ষে শ্রীমতী শোভনা চ্যাটার্জী। শ্রীমতী চ্যাটার্জী "জাগো নারী গ্রাম জাগাও" প্রকল্পের রাজ্য রিসোর্স-পারসন।

মহিলা ও শিশুপাচারের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন শ্যামশ্রী দাস। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কর্মশালার দ্বিতীয় পর্বে—

(১) পণ ও বাল্যবিবাহ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রীমতী শোভনা চ্যাটার্জী এবং জেলার শিশু ও নারী উন্নয়ন স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষা শ্রীমতি গায়ত্রী সর্দার।

(২) মাতৃগর্ভে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিধির উপর বক্তব্য রাখেন কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী।

(৩) শিক্ষার অধিকার ও সর্বশিক্ষা অভিযান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডি. আই. প্রাইমারী শিক্ষা বিভাগ।

(৪) স্বনির্ভর দল গঠনের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন গ্রাম উন্নয়ণ বিভাগের (DRDC) জেলা প্রজেক্ট ডাইরেক্টর শ্রী দীপক চক্রবর্তী।

প্রতিটি পর্বে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়ের গভীরে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক শ্রী পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায় ছুটিতে থাকায় আই. সি. এস. প্রকল্পের ডি. পি. ও শ্রী নিতাই বাগ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

—শ্যামশ্রী দাস

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ব্লকের মাধ্যমে G.P. সচেতনতা শিবির

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শমাহর্ত্তা ও S. W. O., A. D. M. এর সিদ্ধান্তে N. G. O-র পরিচালনায় গোপালগঞ্জ পাইলিওর এসোসিয়েশান সোসাইটি কমিটির মাধ্যমে এই প্রোগ্রামটি করা হচ্ছে।

এই প্রোগ্রাম জেলায় প্রথমে তপন ব্লকে করা হচ্ছে। G. P.-গুলির প্রোগ্রামকে ভালো করে তোলবার জন্য G. P.-সমস্ত প্রধান সহ পঞ্চায়েত সদস্যর মাধ্যমে সভা করে একেবারে যাহাতে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত খবর পায়। তার ব্যবস্থা বি. ডি. ও বিশেষভাবে করেছিলেন।

প্রোগ্রামটি ১২ই আগস্ট হইতে ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত সমস্ত G.P.-তে করা হয়।

মিটিংগুলিতে এলাকার প্রধান পঞ্চায়েত সদস্যগণ, জেলার আধিকারিক, ব্লক আধিকারিকগণ, থানার ও. সি. B.M.O.H, জেলার সমাজকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক ও রাজ্য মহিলা কমিশন সদস্যা লক্ষ্মী মূর্মূর উপস্থিতিতে সভাগুলি পরিচালিত হয়। সভায় উপস্থিত সাধারণ মহিলাগণ, সমাজসেবী মহিলা, S.G.S.Y.-ও সর্ব স্তরে মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আলোচনার বিষয় ছিল—(১) পণপ্রথা, (২) নারী ও শিশুপাচার, (৩) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, (৪) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। এই দাবিগুলি নিয়ে সুন্দরভাবে ছোটো ছোটো করে একটি একটি করে তুলে ধরে আলোচনা করে হয়।

এই সচেতন সভা G.P. স্তরে করার পর মহিলারা এখন যে কোন অভিযোগ নিয়ে থানায় আসছে। কিন্তু থানার যতখানি সহযোগিতা করার কথা ততখানি পায় না। আর প্রকাশ থাকে যে এই জেলায় থানা কোন আশা নামে কমিটি গঠন করেন। জেলা ট্রান্সপোর্ট মিটিং করে এই আশা কমিটি থানায় থানায় গঠন করতে পারলে কিছু অন্তত সুরাহা করা যাবে বলে আমার মনে হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই কমিটি গঠন করা হয় তার জন্য দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

—লক্ষ্মী মুর্মু

নিরাপদ মাতৃত্ব ঃ একটি রিপোর্ট

পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের প্রসবকালীন হার এখন উদ্বেগজনক। ইউনিসেফের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটি তথ্য সহায়িকা প্রস্তুত করেছে।

এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল ১৮ই নভেম্বর, ২০০৬, কলকাতার কনক্লেভ প্রেক্ষাগৃহে।

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার থেকে নির্বাচিত ৮ জন বিধায়ক, বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীগণ, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সভানেত্রী অধ্যাপিকা ডাঃ যশোধরা বাগচী ও কমিশনের সমস্ত সদস্যগণ এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা শ্রীমতী মালিনী ভট্টাচার্য।

অধ্যাপিকা বাগচী তাঁর স্বাগত ভাষণে উল্লেখ করেন, কিভাবে নির্বাচিত সদস্যরা গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে অবহেলিত শ্রেণীর পরিবারবর্গের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে পারেন। এবং তাঁদের মূল্যবান মতামত আহ্বান করেন।

তথ্য সহায়িকাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন সমাজ কল্যাণ, নারী ও শিশুবিভাগের সচিব মাননীয় শ্রী এন. এস. হক্ মহাশয়।

সর্বশেষে বক্তা ও শ্রোতাদের মধ্যে একটি আগ্রহ সৃষ্টিকারী মতামত বিনিময় হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদের কর্মশালা সাফল্যের সঙ্গে আয়োজিত করা হয়েছিল রাজারহাটে ২৬শে নভেম্বর, বর্ধমানে ১৫ই ডিসেম্বর, বীরভূমে ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮ই ডিসেম্বর ইটাহারে, সুন্দরবনে, কুলতলী এলাকায় ২১শে ডিসেম্বর।

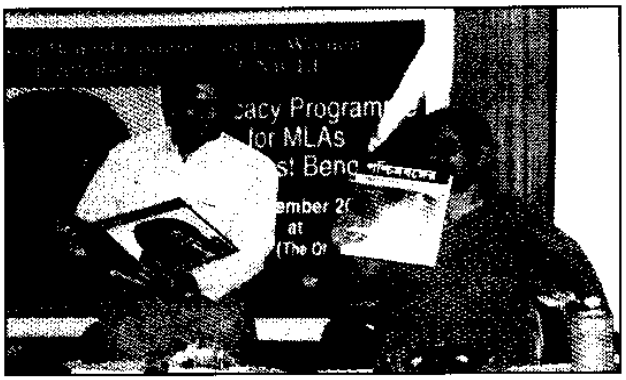

'নিরাপদ মাতৃত্ব' শীর্ষক কর্মশালায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজকল্যাণ, নারী ও শিশু উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব শ্রী এস. এন. হক এবং পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সভানেত্রী ডঃ যশোধরা বাগচী যৌথভাবে নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়ক সহায়ক পুস্তিকা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করছেন।

—সুদক্ষিণা মিত্র

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের অভিযোগ : প্রাক্ আইনী পরামর্শদান কোষের প্রতিবেদন

কোষের নামকরণ থেকে অনেকের ধারণা যে আইনের লড়াই শুরুর আগেই কেবলমাত্র আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারবো। আমাদের আইন কিন্তু তা বলছে না, কারণ গত আট বছরে বহু বিবাদমান পতিপত্নী/ভাই বোন/দুটি পরিবার মধ্যস্থার মাধ্যমে তাদের সমস্যা মিটিয়ে নিয়েছেন আধার বহুজনে দীর্ঘ আইনী লড়াইকে শ্রেয় বলে সেই পথে চলে গেছেন।

পরামর্শদান বলতে কেবলমাত্র দাম্পত্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা কিন্তু নয়, এটা একটা দিক।

মহিলা/শিশু/বয়স্ক মহিলাদের তাদের সমস্যা-সমাধানের জন্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/প্রশাসনিক কোন কোন আধীকারিকদের কাছে যেতে হবে/আইনী সাহায্য ও তার প্রয়োগ/কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির প্রতিরোধ/প্রতিকার/সামাজিক সুরক্ষার আওতায় বয়স্ক ভাতা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে, যার ফলস্বরূপ পরামর্শদান কোষের উপর চাপ বাড়ছে।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের কাছে বধুহত্যা/পণের জন্যে বধুহত্যা/শিশু ও নারীপাচার/ধর্ষণ/খোরপোষের মামলা সহ অন্যান্য বিভিন্ন মমলায় আদালত কতৃক গ্রেপ্তারী মামলা শুরু না করা/কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির "বিশাখা নির্দেশাবলী অনুযায়ী" তদন্ত না করা ইত্যাদি বিষয়ে দরখাস্ত জমা পড়েছে।

২০০৬ ইং সালে বধুহত্যা ও ধর্ষণের ঘটনায় সঠিক ধারায় মামলা রুজু না করার অভিযোগ আমরা পাই এবং প্রায় কমিশনের হস্তক্ষেপের ফলে সঠিক ধারায় মামলার রুজু/তদন্ত/চার্জশীট হয়েছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে সঠিক পদক্ষেপের জন্য জেলার পুলিশ সুপার/ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব্ পুলিশ/ইন্সপেক্টর জেনারেল অব্ পুলিশ, সি.আই.ডি এই কোষ ধন্যবাদ জানায়।

এও স্বীকার করি যে, বধুহত্যা/ধর্ষণ সর্বক্ষেত্রে আমরা আমাদের পরিষেবা পৌঁছে দিতে ব্যর্থ।

বিশেষত শিশু ও নারী পাচারের ক্ষেত্রে অপরাধীদের গ্রেপ্তার, মামলা রুজু ব্যাতীত পাচার হওয়া শিশু ও নারীর ব্যাপারে আমরা ব্যর্থ।

ধর্ষণ/বধুহত্যা/শিশু ও নারীপাচারগুলিতে ধারা ১২৫ সি.আর.পি.সি. মাতে খোরপোষের মামলা আদালত কর্তৃক জারী করা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা কার্যকর না করে ফেলে রাখার অভিযোগ প্রচুর পরিমানে জমা পড়ছে।

এইক্ষেত্রে আমরা বাধ্য হচ্ছি যে উক্ত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা কার্যকর করার জন্য ইন্সপেক্টর জেনারেল অব্ পুলিশ সি.আই.ডি. আধিকারীকরা আমাদের সাহায্য করে থাকেন না অনস্বীকার্য।

"কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি" এই বিষয়ে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের "বিশাখা নির্দেশাবলী" সম্পর্কে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মনোভাব সমান। এই ক্ষেত্রে আমাদের আরো সচেতনা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আইন/প্রশাসন/বিচার সবই একই সূত্রে গাঁথা বিভিন্ন অংশ ফলে সবকটি অংশ যদি যথাযথ কাজ না করে তাহলে নির্দিষ্ট লক্ষে পৌছাতে পারবো না।

বহু সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

আমাদের প্রশাসনিক স্তরে তৃণমূল অংশের সচেতনা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা সুচারু রূপে প্রয়োগ করার লক্ষে সচেষ্ট হয়েছি। এবং এই প্রচেষ্টা চলবে।

—কৌশিক সেনগুপ্ত, গোপা মজুমদার (পাল)

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগার—একটি রিপোর্ট

১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসে কয়েকটি দান করা বই নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারের যাত্রা শুরু। প্রাথমিক লগ্নে একজন বরিষ্ঠ গ্রন্থাগারিক তথা গবেষণা আধিকারিক এবং একজন কনিষ্ঠ গ্রন্থাগারিককে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও গ্রন্থাগারকে আরো উন্নত মানের রূপ দেওয়া জন্য গত ১০/১২/০২ তারিখে বর্তমান সভানেত্রী ডঃ যশোধরা বাগচীর নেতৃত্বে গ্রন্থাগার কমিটি গঠিত হয়। তদানীন্তন গ্রন্থাগার কমিটির সদস্যা ছিলেন ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য, ডঃ মীরাতুন নাহার এবং ডঃ গৈরিকা ঘোষ। গ্রন্থাগার কমিটির প্রথম সভা (মিটিং) অনুষ্ঠিত হয় ৭/১/০৩ তারিখে। গ্রন্থাগারের আরো উন্নতি বিধান, বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা রূপায়ন এবং সেগুলিকে কার্যকরী করাই এই গ্রন্থাগার কমিটির উদ্দেশ্য। বর্তমানে গ্রন্থাগার কমিটির সদস্যরা হলেন—ডঃ গৈরিকা ঘোষ, ডঃ দেবযানী দেব এবং ডঃ উমা বসু। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে গ্রন্থাগার কমিটির সদস্যরা সর্বদা সচেষ্ট।

বর্তমানে গ্রন্থাগার কমিটির সভা প্রত্যেক মাসে প্রথম বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গ্রন্থাগার কমিটির সভায় সভানেত্রী, কমিটির সদস্যরা এবং কমিশনের আধিকারিকগণ উপস্থিত থাকেন।

গ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সভানেত্রী এবং গ্রন্থাগার কমিটির সদস্যরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বর্তমানে **বাংলা বই** কেনার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু বাংলা বই কেনা হয়েছে। আসন্ন কলকাতা পুস্তকমেলা থেকেও বাংলা বই কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ কমিশনের গ্রন্থাগারে যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার পত্রিকা রক্ষিত আছে সেগুলি সবই দান করা অর্থাৎ —Donated Journal। কিন্তু বর্তমানে **"Combat law"** এবং **"Communalism Combat"** Journal দুটি নিয়মিতভাবে ক্রয় করা হচ্ছে। ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তর প্রকাশিত **"যোজনা"** পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর প্রকাশিত **"পশ্চিমবঙ্গ"** পত্রিকাটি আগে নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারে আসত। বর্তমানে নিয়মিতভাবে পত্রিকাটি না পাওয়ায় 'পশ্চিমবঙ্গে'র Director-কে চিঠি করা হয়েছে যাতে পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারে পাঠানো হয়।

তৃতীয়তঃ **Hindu** পত্রিকাটির মুম্বাই edition নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারে কেনা শুরু হয়েছে।

চতুর্থতঃ পূর্বে গ্রন্থাগারে নিয়মিতভাবে Stock verification করা হত না, বর্তমানে প্রতিবছর stock verification করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

পঞ্চমতঃ গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার সংক্রান্ত কাজ ছাড়া প্রকাশনা সংক্রান্ত, প্রকাশনা বিক্রয় সংক্রান্ত, সংবাদপত্রের ক্লিপিংস সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়। তাই গ্রন্থাগারের ডকুমেন্টগুলির সূচীকরণের (Cataloguing) কাজ অনেকাংশে পিছিয়ে পড়েছিল। তাই দু'জন ক্যাটালগার নিযুক্ত করে এই সূচীকরণের কাজকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে।

ষষ্ঠতঃ গ্রন্থাগারিকদের কাজে সাহায্য করার জন্য আপাতত আংশিক সময়ের জন্যে একজন পিওন দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সপ্তমতঃ ডকুমেন্টগুলিকে পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিমাসে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এতে খুবই ভালো ফল পাওয়া গেছে।

অষ্টমতঃ গ্রন্থাগারে ভীষণ স্থানাভাব দেখা দিয়েছে। গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় আরো অনেক আলমারীর প্রয়োজন হয়ে পরেছে। তেমনি উত্তরোত্তর পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাঠকদেরও জায়গার অভাবে পড়াশোনার ক্ষেত্রে খুব অসুবিধা হচ্ছে। গ্রন্থাগারিকদের এবং পাঠকদের বসার টেবিল একসঙ্গে হওয়ায় গ্রন্থাগারিক ও পাঠক উভয়কেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এর থেকে বেরিয়ে আসার একটাই মাত্র উপায় গ্রন্থাগারের পরিসর বৃদ্ধি করা। সেই পরিসর বাড়ানোরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নবমতঃ গ্রন্থাগারের ডকুমেন্টগুলিকে CDS/ISIS software অনুযায়ী কম্পিউটারাইজড করার কাজ আগে শুরু হয়েছিল। গ্রন্থাগারে কম্পিউটার না থাকায় সেই কাজ আপাততঃ বন্ধ আছে। গ্রন্থাগারে কম্পিউটার বসানোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

দশমতঃ গবেষকদের গবেষণার কাজে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট, বিভিন্ন সেন্সাস রিপোর্ট, সি. ডি. ডাটাসীট ক্রয় করা হয়েছে।

একাদশতঃ সবচেয়ে আনন্দের কথা, গ্রন্থাগারের পরিসেবা বাড়ানোর জন্য মাসের প্রত্যেক শনিবার সরকারী ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থাগার খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দ্বাদশতঃ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের বিভিন্ন প্রকাশনা গ্রন্থাগার থেকেই বিক্রয় ও বিতরণ হয়ে থাকে। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিল বই-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে বইগুলি বিক্রয় থেকে যে অর্থ পাওয়া যাবে সেই অর্থ গ্রন্থাগারের উন্নয়নে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থাগারে যে সমস্ত বিষয়ের উপর বই বা পত্রিকা বা অন্য ডকুমেন্ট রাখা হয় সেগুলি হল—

শিক্ষা (Education), রাজনীতি (Politics), অর্থনীতি (Economics) আইন (Law), পুলিশ (Police), সংস্কৃতি (Culture), স্বাস্থ্য (Health), নারী নির্যাতন (Violence), যৌন হেনস্থা (Sexual Harassment), পণপ্রথা (Dowry), নারীপাচার (Trafficking), ধর্ষণ (Rape), অপরাধ (Crime), জনসংখ্যা নীতি (Population), মানবাধিকার ও নারীর অধিকার (Human rights and Women's right) নারী আন্দোলন (Women's movement), মুসলিম মহিলা (Muslim women), মহিলা ক্ষমতায়ন (Women's empowerment), গণমাধ্যমে মহিলা (Media) উপজাতি মহিলা (Tribal Women), পঞ্চায়েত ও স্বনির্ভর দল, CEDAW ইত্যাদি।

কমিশনের গ্রন্থাগারে ১১টি সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে আসে এবং সংবাদপত্রগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়।

বর্তমানে মোট মহিলা সংক্রান্ত ৪৫টি বিষয়ের উপর সংবাদপত্রের ক্লিপিংস রাখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে মহিলা কমিশন, মহিলাদের উপর অত্যাচারের বা শ্লীলতাহানির যে খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে সেই খবরের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজন হলে স্বতঃপ্রণোদিত (সুয়োমোটো) মামলা দায়ের করে থাকেন, যেটি মহিলা কমিশনের কাজকর্মের অন্যতম পদক্ষেপ।

গত ১০ই ডিসেম্বর থেকে গত ১৩ই ডিসেম্বর ২০০৬ নন্দন চত্বরে লেখিকা নবনীতা দেবসেনের উদ্যোগে যে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মহিলা কমিশন তাদের প্রকাশনা দিয়ে একটি সম্পূর্ণ স্টল সাজিয়েছিল। সেখানে পর্যবেক্ষক হিসাবে দুইজন গ্রন্থাগারিক উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশনা বিক্রয় বেশী না হলেও "নারীকণ্ঠ" খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

এক নজরে মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগার

(1) পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগার সোম থেকে শনিবার ১২.৩০ থেকে ৪.৩০ অবধি পাঠকদের জন্য খোলা থাকে। এখানে উল্লেখ্য সরকারি ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও পাঠকদের সুবিধার্থে প্রত্যেক শনিবার গ্রন্থাগার খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(2) গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য কোনো Entry fee লাগে না। কেবলমাত্র একটি আবেদন পত্র পূর্ণ করতে হয়।

(3) Xerox করার সুবিধা পাওয়া যায়।

(4) মহিলা ও শিশু বিষয়ে সংবাদপত্রের ক্লিপিংস সংক্রান্ত পরিসেবা পাওয়া যায়।

(5) মহিলা কমিশনের মুখপত্র 'নারীকণ্ঠ' এবং অন্যান্য প্রকাশনা মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে থেকেই পাওয়া যায়।

(6) মহিলা ও শিশু সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের পোস্টার এই গ্রন্থাগারের বিশেষ আকর্ষণ। মহিলা কমিশন প্রকাশিত পোষ্টার কুড়ি টাকা মূল্যে গ্রন্থাগার থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

(7) গ্রন্থাগার সংক্রান্ত যে কোন তথ্যের জন্য গ্রন্থাগারিক তথা গবেষণা আধিকারিক দীপলেখা সেনগুপ্ত এবং জুনিয়র গ্রন্থাগারিক শুভ্রা ভদ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে বিষয়ভিত্তিক কিছু বইয়ের তালিকা ❑ *বিষয় ঃ মুসলিম মহিলা* (তৃতীয় পর্ব)

বই-এর নাম	লেখক/সম্পাদক	প্রকাশক/প্রকাশ কাল
1. Study on the possible reforms in the existing Muslim Family Law and Procedure		Bangladesh National Women Lawyer's Association
2. Muslim Women's Survey (Xerox copy)	Zoya Hasan & Ritu Menon	
3. Muslim Women and Islamic tradition : Studies in modernisation	Mariam Alliana, *ed.*	Kanishica, 2000
4. Islam, gender and social change	Yvonne Yazbeck Haddad & John L Esposito, *ed.*	O. U. P. 1998
5. The Quran women and modern society	Asghar Ali Engineer	Sterling Publishers, 1999
6. Triple talaq : an analytical study with emphasis on socio-legal aspects	Furqan Ahmad	Regency, 1994
7. Judgement Cell : an insight into Muslim Women's right to maintenance	Flavia Agnes	Majlis, 2001
8. Women in Islam Vol. I & Vol. II	Naseem Ahmed, *ed.*	A. P. H. Publishing Corporation, 2003
9. Plan of Action, Dhaka-1997		Women Living Under Muslim Laws
10. The dignity of women in Islam	Inam-E-Mohammad	Usmania Book Depot

বি. দ্র. পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগার সোম থেকে শুক্র ও মাসের প্রত্যেক শনিবার ১২.৩০ থেকে বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত পাঠকদের জন্য খোলা থাকে।

মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে বিক্রয়ের জন্য মহিলা কমিশনের বিভিন্ন প্রকাশনা ও অন্যান্য কিছু বইয়ের তালিকা

বি. দ্র. নিম্নলিখিত বইগুলি মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে বিক্রয়ের জন্য রাখা আছে। কোন ব্যক্তি যদি এই বইগুলি কিনতে আগ্রহী হন তাহলে তাঁরা মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে যোগাযোগ করতে পারেন।

বই-এর নাম	লেখক/সম্পাদক	প্রকাশক	মূল্য
১। মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা।	যশোধরা বাগচী ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, *সম্পাদক*	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন	৩০৲
২। ধর্ষণ ও আইন	মালিনী ভট্টাচার্য ও স্মিতা খাটোর	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন	২০৲
৩। আইনি অধিকার জানুন-১ ঃ পণ দেব না পণ নেব না (পণপ্রথা নিরোধক আইন)	ভারতী মুৎসুদ্দি	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস	২০৲
৪। আইনি অধিকার জানুন ২ ঃ ছেলে কি মেয়ে ? (ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়বিরোধী আইন)	মালিনী ভট্টাচার্য	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস	২৫৲
৫। Implementing Vishaka : a status report		W. B. Commission for Women & Sanhita.	
৬। A Study of Family Courts in West Bengal	Flavia Agnes	West Bengal Commission for Women Rs. 100/- (Institution) Rs. 30/- (Individual)	
৭। শিশুকন্যা ঃ এই সময়ে এই মুহূর্তে সমস্যা ও সহায়	গৈরিকা ঘোষ	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস	৫০৲
৮। পথে বিপদে ঃ মেয়েদের নিরাপত্তা	ভাস্বতী চক্রবর্তী	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও এবং আলাপ	৬০৲
৯। বর্তিকা : মৈত্রেয় ঘটক (১৯৪১-২০০৩)	মহাশ্বেতা দেবী, *সম্পাদক*	মহাশ্বেতা দেবী, *সম্পাদক*	১২০৲
১০। প্রাচীন ভারতে নারী	রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতা ভট্টাচার্য	মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও অবভাস	২০৲
১১। স্বাস্থ্যের অধিকার নিজের হাতে নেবার পথে	কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়	মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	৩৫৲
১২। Services for girls and young women with disabilities in Kolkata	Jeeja Ghosh	School of Women's Studies, Jadavpur University	Rs. 25/-
১৩। Expanding dimensions of dowry		AIDWA	Rs. 40/-
১৪। Women and Security		Indian association for Women's Studies	Rs. 10/-
১৫। In Retrospect : War-time memories and Thoughts on Women's movement	Vidya Munsi	Manisha	Rs. 200/-
১৬। All India Women's Conference	Reba Roy	A. I. W. C.	Rs. 25/-.

রিপোর্ট—দীপলেখা সেনগুপ্ত ও শুভ্রা ভদ্র

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলার কমিশনের পক্ষে ডঃ যশোধরা বাগচী কর্তৃক প্রকাশিত ও অক্ষর লেজার, ২, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।